১৪-১২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়ে তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। কিন্তু এখনই তোমাদেরকে সেই অলংকারে ভূষিত করা যাবে না, যেহেতু এখনও তোমরা পুরুষার্থী।

প্রশ্ন :- ঘর-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকে কর্ম তো অবশ্যই করে যেতে হবে, কিন্তু কি এমন বিষয়ে নিজেদের খুব সতর্কে থাকতে হবে।

উত্তর :- যখন কোথাও যে কোনও কার্য-ব্যবহারেই থাকো না কেন, নিজের খাদ্যান্নের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। পতিতদের হাতে বানানো খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে হবে। কর্ম-সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু তোমরা কর্মযোগী। যাবতীয় কর্ম করার সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে থাকলে, তোমাদের বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে।

ওঁম্ শান্তি! বাবা বসে তার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যখন কেউ গীতা পাঠ করে তখনই তারা শোনায় :- "যদা যদা হি.... "
("যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।)
ভগবান বলেন- যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে , তখনই ওনার আবির্ভাব ঘটে। আর এমনটা বারে বারে অর্থাই প্রতি কল্পেই ঘটে। গ্লানি অর্থে নিন্দা .....! এর মানে ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ পরোক্ষে ভারতেরই গ্লানি ফলে অধর্মেরও বৃদ্ধি হয়। ভগবান একমাত্র তখনই আসেন, যখন ঠিক এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই যখন দুঃখের সাগর হয়, সবারই চারিদিকে কেবল মৃত্যুর হাতছানি, এসবের বিনাশের নিমিত্তে আবারও মুষল-পর্বে নানা প্রকারের মিসাইল-ও প্রস্তুত হয়। এমতো অবস্থায় বাচ্চারা - তোমরা বুঝতেই পারছো, বাবার আবির্ভাব অবশ্যই ঘটেছে ধরায়- আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করার জন্য। আর ব্রহ্মার দ্বারাই ঘটানো হয় সেই বিশাল স্থাপনা কার্য। শংকরের দ্বারা পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার নিমিত্তে পালনা কার্য করানো হয় বিষ্ণুর দ্বারা ..... । যা বাস্তবে এই তিন কর্ম-কর্তব্যেরই কার্য-প্রক্রিয়া বর্তমান এই সময়েই চলছে।

তোমরা এখন (ব্রহ্মার দ্বারা পরমাত্মার) ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা এও জানো যে, এই ব্রাহ্মণ অবস্থা থেকে তোমরাই আগামীতে দেবতা হতে চলেছো। বর্তমানের তোমরাই শিববাবার নাতি-নাতনি। প্রাথমিক পর্যায়ে শিববাবার এক সন্তান (ব্রহ্মা) থাকে। সেই একজনের (ব্রহ্মার) থেকেই তোমরা কত অসংখ্য বি.কে. (ব্রহ্মার দত্তক সন্তান) হও। ক্রমেই যার বৃদ্ধিও হতে থাকে। তোমরা বি.কে.-রাই পতিতদের পবিত্র বানাবার সেবা করতে থাকো। এটাই বেহদের যজ্ঞ। যেই যজ্ঞে বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা সবই স্বাহা (বিনাশ) হয়ে যায়। এই যজ্ঞের পর আর কোনও যজ্ঞই হয় না দুনিয়াতে। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে কোনও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের রচনাই হয় না। কারণ যজ্ঞ রচনার উদ্দেশ্যই হলো বিঘ্নকে দূর করার জন্য। বর্তমান দুনিয়ার এই বিঘ্ন খুবই

ভয়ানক অবস্থার। অতএব এর নিমিত্তে তেমনই বিশাল যজ্ঞের প্রয়োজন। যেহেতু এটা বেহদের যজ্ঞ। বর্তমানের পুরোনো এই দুনিয়ায় যা কিছু সামগ্রীই আছে, সেই সবকিছুই এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। রুদ্র অথবা শিববাবা এক এবং অভিন্ন। শিবেরও যে রূপ - রুদ্রেরও একই রূপ (নিরাকার)। কিন্তু কৃষ্ণের সাকারী রূপ। বেহদের এই বিশাল যজ্ঞের প্রকৃত সম্পূর্ণ নাম - 'শিব-জ্ঞান-যজ্ঞ'। যেহেতু শিবকে শিববাবা বলা হয়, কিন্তু রুদ্র বাবা বলা হয় না। আবার 'ভোলা-ভাণ্ডারী', শিববাবাকেই বলা হয়। এছাড়াও এই যজ্ঞও তো শিববাবারই। ওনার থেকেই তো আমরা জানতে পারি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। এখন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো, জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো তোমরা। যেমন দেবতাদের তৃতীয় নয়ন দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন, যা কেবল তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই পেতে পারো। যার সাহায্যে তোমরা দেবতায় পরিণত হও। এই জগতে তৃতীয় নয়নের দরকারই পড়ে না। কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে তা দেখানো যায় না, যেহেতু এখনও তোমরা পুরুষার্থী। তোমাদের চলার পথে, কেউ এগিয়ে যায়, কেউ হয়ত পিছিয়ে পড়ে, আবার কেউ বা পুরুষার্থ ছেড়ে চলেও যায়- এই কারণেই একেবারে ফাইন্যাল রেজাল্টের সময় এই অলংকার দেওয়া হয় তাদেরকেই যারা তা অর্জন করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। দেবতাদের কাছে শঙ্খ-চক্র ইত্যাদি কোনও বস্তুই থাকে না মোটেই। সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে উদাহরণ সহযোগে বোঝাতে গিয়ে তার রূপটাকে ঐভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে তা এভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে, স্বদর্শন চক্রকে সুদর্শন চক্র আর তাকে ঘুরিয়ে বধ করা বা আরও কত কিছু... এমনই বোঝাচ্ছে। কিন্তু আসলে তো তা স্ব অর্থাৎ নিজের স্বভাবের ও কার্যকলাপের বিচার বা দর্শন করা। যার মধ্যে পতিত স্বভাবের হিংসার কোনও ব্যাপারই নেই। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, উনি আসেন কেবলমাত্র পতিতদের পবিত্র বানাতে। দেবতাদের ধর্মই তো অহিংসা পরম ধর্ম। অথচ কি ভাবে যে শাস্ত্রকারেরা কৃষ্ণকে এত হিংস্র হিসাবে লিপিবদ্ধ করলো শাস্ত্রে। আবার কত সুন্দর সুন্দর চিত্রও বানালো এসব বিষয়ে। কেউ যদি গীতার শান্তির বাণী শোনাতে আসেন, রাজযোগ শেখাতে আসেন, তবে উনি আবার কারওকে মারতেই বা যাবেন কেন। বাবাকে স্মরণ করা হয় কেবল এরজন্যই যে, যাতে উনি এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে দেন আর রাজযোগের দ্বারা আবার শক্তিশালী দুনিয়া স্থাপন করিয়ে দেন। বাবা নিজেও তাই জানাচ্ছেন, এক ও একমাত্র উনিই হলেন (জাগতিক ও অলোকিক) সর্বগুণ সম্পন্ন জ্ঞানের-সাগর। একমাত্র ওনার কাছ থেকেই সব জ্ঞান পাওয়া যায়। যে জ্ঞানকে বলা হয় অমরকথা।

লোকে তো শিব আর শংকর দুজনকেই এক ভাবে। কিন্তু শংকর হলেন সূক্ষ্ম-বতনবাসী, তাই উনি আবার কিভাবে অমরকথা শোনাতে পারেন। যেখানে শংকরকে তো আর সর্বগুণ সম্পন্ন জ্ঞানীও বলা চলে না। একমাত্র শিববাবাই সমগ্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ রহস্যকেই জানেন। যে জ্ঞান আর কারও কাছেই নেই। এমন সর্বজ্ঞ বাবাকে না জানার কারণেই সবারই আজ এই অনাথ অবস্থা। ফলে একে অপরের সাথে লড়াই-ঝগড়াতেই ব্যস্ত থাকে। সত্যযুগে কিন্তু কোনও ঝগড়া-ঝাঁটিই হয় না। না হয় কোনও কান্নার রোল, না কোনও হানাহানি। যেমন তা ★ মোহজীত (টীকা) রাজার কাহিনীর মতন।

গল্প-গাঁথার কথা-কহিনী তো অনেকই আছে। প্রত্যেক ধর্মেই নানা প্রকারের অনেক অনেক গল্প-গাঁথা আছে, যেগুলি সবই ভক্তি-মার্গের সামগ্রী। লোকেরা ভক্তি করে ভগবানকে পাওয়ার জন্য। এই

ধারণাতেই লোকেরা অর্দ্ধেক-কল্প ধরে ভক্তিই করে আসছে। যদিও তাদের কেউ-ই ভগবানকে পায়নি। কিন্তু বাচ্চারা - "এখন স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে ওনার পরিচয় জানাচ্ছেন। ঠিক একই ভাবে তোমদেরও অন্যদেরকে সেই ভাবেই বাবার পরিচয় দিতে হবে।" সন শোস্ ফাদার ..... অর্থাৎ বাচ্চাকেও তার বাবার সংস্কারের মতনই সংস্কারী হতে হবে ..... অতএব সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার এই জ্ঞান-রত্নের বিতরণ করতে হবে তোমাদেরকে।

তোমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই এটা আছে যে, শিববাবাই তোমাদের ঈশ্বরীয় পিতা। ভক্তিমার্গের লোকেদের এটাই সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের দুই-পিতা। একজন লৌকিক পিতা, অপরজন পারলৌকিক পিতা। এই পারলৌকিক পিতাকেই 'গড-ফাদার' বলা হয়। যিনি এই বেহদের দুনিয়া রচনা করেছেন। অতএব এমন বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেহেতু উনিই স্বর্গ-রাজ্যের রচনা করেন। এই ভারত ভূ-খণ্ডই একদা সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল। যা ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। কিন্তু ওনাদের সেই রাজ্য-ভাগ্যের সুখ কে দিয়েছিলেন ? কলিযুগের শেষ ভাগে কেউ-ই বিশ্বের মালিক থাকে না। যেহেতু সময়কালটা রাবণের রাজ্য। লোকেরাই তো নিজেরাই আব্দার করে -"আমাদের রাম-রাজ্য চাই। নতুন দিল্লীতেই দৈবী রাজ্য চাই।" কিন্তু রাম-রাজ্যের অর্থ তো সত্যযুগ ও ত্রেতা। আর রাবণ-রাজ্য চলে দ্বাপর ও কলিযুগে। এই দ্বাপর থেকেই শুরু হয় ভক্তি-মার্গের। তার সাথে সাথে শুরু হয় বিকারী কার্য-কলাপও। তার নোংরা নমুনাও খোঁদিত আছে জগন্নাথ-পুরীর সূর্য-মন্দিরের দেওয়ালের বাইরে। যেখানে লোকেরা দেবতাদেরও নানা প্রকার নোংরা-কুৎসিত চিত্র বানিয়ে রেখেছে। তাদের মুকুট ও রাজ-সিংহাসনও দেখানো হয়েছে সেখানে। অথচ তাদেরকে বিকারী প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে অমন নোংরা-বিকারী চিত্রে প্রদর্শিত করা হয়েছে। দেবতারা যখন বাম মার্গে যায়, পৃথিবীতে তখন এমনই উথাল-পাতাল অবস্থা হয়। সোনা-হীরার মহলগুলিও সব তখন নীচে চলে যায়। আবার তাদেরকেই পূজা করবার জন্য কত বিশাল বিশাল মন্দির বানায় ভক্তি-মার্গের লোকেরা। ফলে যারা এতদিন পূজ্য-স্বরূপ ছিল - তারা নিজেরাই এখন পূজারীতে পরিণত। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, উনি (পরমপিতা-পরমাত্মা) নিজে কখনই পূজারী হন না। আর উনি যদি পূজারী হবেন তবে অন্যদের আর পূজ্য বানাবে কে ? উনি যেমন কারওকে পতিতও বানান না, তেমনি নিজেও পতিত হন না। তোমাদের পতিত বানায় রাবণ। প্রতি বছরই যার পুত্তলিকা তোমরা জ্বালিয়ে থাকো। বর্তমানের এই পুরো-দুনিয়াটাই তো পাপ-আত্মাদের দুনিয়া। এদিকে লোকেরা আবার গাইতেও থাকে, হে পতিত-পাবন এসো। তোমরা আবার এও বলো যে, পতিত-পাবন সীতারাম। ঝট্ করে ত্রেতার রামকেও স্মরণে এসে যায় তোমাদের। কিন্তু ত্রেতার সেই রাম তো আর পতিত-পাবন নয়। এগুলিই বাবা যুক্তি দিয়ে বোঝান। বলেন, "প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মারা সবাই সীতা, আবার সবাই দ্রোপদী। যা কেবল কোনও একজনের ক্ষেত্রে নয়। দ্রোপদীর ৫ পতি বলা হয়। প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়। (অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেদের মুখরোচক উপস্থাপনা মাত্র)। এই ভারত ভূ-খণ্ডই সবচাইতে প্রাচীন, যা অতি পবিত্র ভূ-খণ্ড ছিল। কারণ পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি এটা। এখানে এসেই উনি পতিত নরক-বাসীদেরকে উদ্ধার করেন। সব ধর্মের লোকেরাই 'গড ফাদার' (ঈশ্বরীয় পিতা)-কে স্মরণ করে থাকে, যেহেতু বর্তমান সময়ে সবাই তমোপ্রধান অবস্থায় রয়েছে। ইব্রাহিম, বুদ্ধ এনাদের আত্মারাও এই সময়ে এই দুনিয়াতেই আছে। যেখানে প্রথম নম্বরে যে ব্রহ্মা, উনিও এই পতিত দুনিয়াতেই রয়েছে। আসলে একবার এলে কেউ-ই আর মাঝপথে ফিরে যেতে পারে না। এভাবেই সবাই কবরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। বাবা এসে সবার সদগতি করে মুক্ত করেন। সত্যযুগে ভারত ভূ-খণ্ড ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তো দেবতাদের উদ্দেশ্যে এমন গীত গাওয়া হয়, "

সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ..... ইত্যাদি ইত্যাদি, যেখানে বর্তমানে আমরা আত্মারা বিকারী।" মূল অর্থে বর্তমান সময়কালে সবাই বিকারী। তাই সবাইকে নির্বিকারী বানাতে স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়। সেক্ষেত্রে একমাত্র এই বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। কিন্তু এমন নয় যে কোনও নদীর জলে পবিত্র হওয়া যায়। তোমরা বাচ্চারাই এক একজন জ্ঞান-গঙ্গা, যারা পতিত-পাবন জ্ঞান-সাগরের বাচ্চা, শিবশক্তি সেনা। শিবের থেকে সেই জ্ঞানের কলস পাও। বাবা আরও বলছেন - বাচ্চারা, ঘর-গৃহস্থালী পরিবারে থেকেই তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। যার যার নিজের কাজ-কর্মও অবশ্যই করতে হবে। এটাই তো প্রকৃত কর্মযোগ। কর্ম-সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না। জাগতিক সন্ন্যাসীরা ভাবে যে, গৃহে খাবার বানাতে নেই, ভিক্ষা করেই দিন অতিবাহিত করা উচিত। যার অর্থ কর্ম-সন্ন্যাসী। বস্তুতঃ তা তো তবে ভিখারী-ধর্মই হয়ে গেলো। ভিক্ষান্ন তো বিকারীদের কাছ থেকেও নেওয়া হয়, সেই অন্ন খেলে তো অন্নদোষও লাগবে। যদিও তারা পতিত গৃহ ত্যাগ করে, কিন্তু জন্ম তো তাদের পতিত-গৃহেই হয়। অন্নের প্রভাব পড়ে, এই কারণেই আহারের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়। তোমাদেরও কখনই পতিত লোকেদের হাতে বানানো আহার গ্রহন করা উচিত নয়। যতটা পারবে নিজেদেরকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর এ নিয়েই অনেকের সাথে ঝগড়াও হয়ে যায়। এমন অনেক ঘটনাই আছে, এক ভাই এই জ্ঞানে চলে, অন্যজন তা চলে না।তোমরা যেখানে এত সুন্দর বেহদের রাজ্য পেতে চলেছো, সেক্ষেত্রে কিছু না কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি অবশ্যই হবে। কিন্তু যে কোনও উপায়েই হোক্, নিজেকে সেসব থেকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। মুক্তি কেউ-ই পায় না। কেবলমাত্র গাল-গপ্পোই করে যে, পরম-জ্যোতির মধ্যে আত্মা-জ্যোতি বিলীন হয়ে যায়। অন্যদের এসব গাল-গপ্পো বোঝাতে বোঝাতে এক সময়ে তারা নিজেরাও তা সত্য বলে ভেবে নেয়। যেমন, সত্যযুগের আয়ু যদি লাখ-লাখ বছরই হতো, তবে পৃথিবীর জনসংখ্যা আজ কত গুণ বেশী হতো। (যার হিসেব করাই মুস্কিল হতো) এখনও তো সেই সংখ্যাটা অনেকই কম, যেখানে সেই সব ধর্মগুলি আরও অনেক ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সূর্যবংশীরাই দেবতা ধর্মের। রাম ক্ষত্রিয় বংশের। আর তোমরা বি.কে.-রা ঈশ্বরীয় ক্ষত্রিয় বংশের। যেহেতু তোমরা মায়ার সাথে যুদ্ধ করে জিত হাসিল করতে পারো। এসব বোঝার জন্য খুব তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। এর জন্য যোগের পদ্ধতিটাই সবচেয়ে সহজ-সরল। আত্মার সাথে যোগ লাগে পরমপিতা পরমাত্মার। এমনিতে যোগের তো অনেক প্রকার আশ্রমই আছে, কিন্তু সেগুলিতে কেবল হঠযোগ-ই শেখানো হয়। তারা কিন্তু একথা মোটেই বলে না যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও। বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু তা জানো যে, তোমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এই বাবাকে পেয়েছো তোমরা। উনি বলছেন, "মামেকম্ য়াঁদ করো, অর্থাৎ লাগাতর ওনাকে স্মরণ করলেই আত্মার ময়লা ভস্ম হয়ে সব বেরিয়ে যাবে। এই স্মরণের যোগ করতে করতেই মুক্তিধামে পৌঁছে যাবে তোমরা।

বাবা বসে বাচ্চাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, বর্তমান দুনিয়ার কি করুন দশা দেখো। যে তোমরা একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, সেখানে এখন তোমমাদের কি দৈন্যদশা। যদিও আবারও তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। অর্থাৎ ভিখারী থেকে রাজকুমার। বর্তমানে ভারতের এই দৈন্যদশা। পতিত রাজারা মন্দির বানিয়ে পবিত্র মহারাণা-মহারাণীদেরকে পূজো করছে। অবশ্য তার সাথে নিরাকার শিববাবারও পূজা করে তারা। তারা পূজো যখন করছেই, তখন নিশ্চয়ই কখনও না কখনও এমন ভালো কিছু অবশ্যই করেছিলেন উনি (শিববাবা)। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে এত মন্দিরও বানিয়েছে ভক্তরা। তোমরা বি.কে.-রা এখন বুঝতে পারছো, ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে এই শিববাবাই এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তোমাদের। প্রতি কল্পেই এমন করে অনেকবার

তোমরা সেই রাজ্য-ভাগ্য পেয়েছো আবার তা খুইয়েছোও। অতএব এখন আবার কেবলমাত্র শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো আর এই দুঃখধামকে ভুলতে থাকো। বর্তমান দুনিয়ায় যা কিছুই আছে, সেসব তো বিনাশের জন্যই। তারপরেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হবে। বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছেন - "আমিই তোমাদের বেহদের বাবা। তোমাদেরকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা দিতেই আমার আগমন। অতএব তোমাদের মনে তো খুশীর জোয়ার আসা উচিত। তোমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে নিজেদের সেই রাজধানীর স্থাপনা কার্য করে চলেছো। যদিও এসব কার্য-কলাপ চলে একেবারেই গুপ্ত ভাবে। বিকারী রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত অবশ্যই করতে হবে তোমাদের। এ তো প্রবাদ বাক্যেই আছে, মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলেই সমগ্র জগৎকেই জয় করা যায়। অতএব ৫ বিকারকে জয় করতেই হবে। ৫ বিকার থেকে নিজেদেরকে একেবারেই সন্ন্যাস নিতে হবে। একমাত্র এই বাবা-ই হলেন ভবসাগর পারাবারের কাণ্ডারী। একমাত্র উনিই সবার সদগতি করতে পারেন। সদগুরু বিনা জীবনে যে ঘোর অন্ধকার। ভারতে তো কত অসংখ্য গুরু আছে। প্রত্যেক স্ত্রীদের পতিরাও আবার তাদের গুরু। তবুও যে কেন জগতের লোকেদের এত দুর্গতি হয় ? জাগতিক গুরুরা তো এমনও বলে যে, দুনিয়ার সবকিছুতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব। আমিও ঈশ্বর - তুমিও ঈশ্বর। আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে যোগযুক্ত হবে কার সাথে। তাহলে তো তবে ভক্তিই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কাকেই বা আমরা ডাকবো- হে ভগবান বলে ? তবে আর কারই বা সাধনা করবো ? ঈশ্বরের নিজের তো কখনই অসুখ-বিসুখ হয় না। তার কোনও খবরা-খবরও তো কেউ নেয় না কখনও। বরঞ্চ তাকে ভয়ই পায় লোকে, কি জানি কি ব্যাপারে আবার তার অভিশাপ না লেগে যায় বাপু। বাস্তবে অভিশাপ তো দেয় রাবণ। বাবা তো কেবল আর্শীবাদী-বর্সাই দিয়ে থাকেন। রাবণ আসলে মানুষদের শত্রু বলেই তো প্রতি বছরই তাকে জ্বালায় লোকেরা। কই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে তো কেউ জ্বালায় না। কেউ-ই নয়। এবার তো বুঝতে পারছো, রাবণ কি মারাত্মক!

সত্যযুগের সবারই প্রবৃত্তি থাকে পবিত্র, তাই তারা সুখ ভোগ করে। আর এখন পতিত প্রবৃত্তি থাকার কারণে কেবল দুঃখই ভোগ করতে হয়। তাই তো এখন এর বিনাশ আবশ্যক। তোমরা লক্ষ্য করতে থাকবে, এখন কত ঘন ঘন ভূমিকম্প ইত্যাদিও হতে থাকবে। বাবাও বা আর কতদিন এভাবে বসে বসে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াতে থাকবে ? এরও তো একটা সময়-সীমা থাকা উচিত। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলেই বিনাশ কার্য শুরু হয়ে যাবে। সেই অন্তিম সময় কালে তোমরা বি.কে.-রা বসে বসে কেবল কত প্রকারের মজার দৃশ্য দেখতে পাবে, যা শুরু হবার পূর্বেই। যেমনটা ঘটেছিল পাকিস্থান হবার সময়। সেই ধরণের আরও বিশাল বিনাশের সময় এখন একেবারেই সন্মুখে। এই বাবাই তোমাদেরকে কত কিছু দেখিয়ে দেবেন। আর যারা সুন্দর রীতিতে মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের পাঠ পড়েনি, তারা খুব অস্থির ও বেপরোয়া হয়ে পড়বে। কিন্তু তখন তো তাদের আর কিছু করারও থাকবে না। তাই যা পুরুষার্থ করার এখনই তা করে নাও। সন্তান-সন্ততিদেরও তো সামলাতে হবে। ভীতু হলে তো আর চলবে না। তাই প্রতি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে। লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। এইটুকুই যা করতে হবে তোমাদের। সর্বদাই এই ভাবনাই যেন থাকে, কি করে পাপের বোঝা হাল্কা করা যাবে। অবশ্য তার সহজ পন্থা হলো - সহজ যোগ। জ্ঞানের শক্তির সাথে সাথে যোগবলের শক্তি থাকলে সহজেই মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন- নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে জ্ঞানের আর যোগবলের শক্তিতে মায়াকে পরাজিত করে বিজয়ী হতে হবে। জাগতিক বিনাশের পূর্বেই নিজের বিকর্মগুলিকে বিনাশ করতে হবে।

২) বেহদের রাজ্য-ভাগ্য লাভের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেকে সুরক্ষা করে চলতে হবে। অল্পদোষ থেকে নিজেকে খুবই সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

বরদান :- ব্যর্থর মতন অপবিত্রতাকেও সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ-স্বচ্ছ হয়ে হোলীহংস হও

হোলীহংসের বিশেষত্ব হলো- সদা জ্ঞান রত্ন আহরণ করা আর নির্ণয় শক্তি দ্বারা তা থেকে দুধ ও জলকে আলাদা করা অর্থাৎ ব্যর্থ আর সমর্থকে চিহ্নিত করা। হোলী হংস সদাই স্বচ্ছ। স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতা, যার মধ্যে কখনও বিন্দুমাত্রও ময়লার প্রভাব যেন না আসে। এমন কি ব্যর্থতার অপবিত্রও নয়। যদি সামান্যতমও ব্যর্থতা থাকে, তবে তাকে আর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বলা যাবে না। প্রতিটা মুহূর্তেই যেন বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নের মন্থন চলতে থাকে। জ্ঞানের মনন-চিন্তন চলতে থাকলে, ব্যর্থ চিন্তন আর আসতেই পারবে না। একেই বলা হয় রত্নের চয়ন।

স্লোগান :- মজবুত তরণী আর দক্ষ মাঝী হলে ঝড়-তুফানও উপহারে পরিণত হয়।

টীকা :- মোহজীত = মোহ বিকারও ভয়ানক। এই মোহের কারণেই প্রকৃত শান্তি ভঙ্গ হয়। সত্যতাকেও হরণ করে মোহ। মোহের কারণেই বুদ্ধির নাশ হয় ফলে বিবেচনা শক্তিও লোপ পায়। মোহের কারণেই একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়, ফলে কাম-বিকারকে সহ অন্যান্য বিকারগুলিও সহযোগীর কাজ করে। এই মোহ (বিকার)-কে ত্যাগ করতে পেরেই, মোহজীত রাজা সমগ্র বিশ্বের রাজা হতে পেরেছিলেন।